বিজয়া - মা দুগ্গা - অনেককিছু

গেল বছর বা প ঘরের চাল ছইয়েছিল, তাই জামা হয়নি,
চুড়িও না - শুধু একপাতা লালটিপ, আর পরের বছরের দিব্যি।
ছ বছরের মেয়েটা তাই নিয়েই মেতে ছিল।
রাতে মায়েয় ওমে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখতো
একটা লাল টুকটুকে জামা - চুড়ির ঝনঝন।

এবছর জামা হয়েছে - ঠিক নতুন না হলেও, নতুনের মত -
লাল টুকটুকে না হলেও অনেক রং-এর রকমারি,
শহরের বাবুদের মেয়েদের জামা।
তবে ঘরটা আর নেই
আর নেই মা-টাও
সেই রাতটাও মেয়েটার কাছে স্বপ্ন বলেই মনে হয় - দুঃস্বপ্ন।
ঝড়ে উড়ে যাওয়া ঘর - জলে ভেসে যাওয়া মা
বাবার কোমর জড়িয়ে ধরে অনেক টা সময় শুধু ভেসে থাকা
অনেকটা - পুরো রাত।

রিলিফ ক্যাম্পের ছাউনিতে কেটে গেছে কয়েক মাস
তবুও মা ফেরে নি।
দুগ্গা ঠাকুর এবারও এসে গেল -
বাবুদের দিয়ে যাওয়া জামা গায়ে মেয়েটা একবার দুগ্গা ঠাকুর দেখে
আর ছুটে যায় নদীর ধারে - বারে বারে - যদি মা আসে।

ভাসানের পরের দিন সকালে
নদীর জলে ভেসে আছে
একটা মুখ - বিবর্ণ কিন্তু কোমল
ঠিক তার মায়ের মত
একটা ছিন্ন শাড়ী - তার মা যেমন পরতো।
তবে কি তার মা? মেয়েটা এগিয়ে যায় নদীর কাছে
ধ্যুৎ ওটা তো দুগ্গা ঠাকুর - ভেসে যাচ্ছে জলে - ভাসান হয়েছে যে -
তার মাও কি তবে দুগ্গা ঠাকুর? ভাসান হয়েছে? পরের বছর আবার আসবে ঠিক দুগ্গা ঠাকুরের মত?
মেয়েটার মনে সবকিছু তালগোল পাকাতে থাকে...

রিক্ত
বিজয়াদশমী, ২০০৯